W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 51 /WBHRC/SMC/2018

Dated: 31. 05. 2018

Enclosed is the news clipping appeared in the ' Ekdin,' a Bengali daily dated 31.05.2018, the news item is captioned ' আধারের মাধ্যমে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জালিয়াতি চক্র'

Joint Commissioner of Police, Crime Branch, Lal Bazar is directed to enquire into the matter and to submit a report by 10th July, 2018.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

আধারের মাধ্যমে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জালিয়াতি চক্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: আধার নম্বর ব্যবহার করে মোবাইলের সিমকার্ড কিনেছেন? তবে সাবধান। আধার কার্ড ব্যবহারই প্রতারকদের কাছে মূল অস্ত্র হয়ে উঠছে। নতুন সিমকার্ড কেনা বা পুরনো সিম আপগ্রেড করার সময় সাবধান না-হলেই আপনার ব্যাংক থেকে উধাও হয়ে যেতে পারে টাকা।

সম্প্রতি দক্ষিণ কলকাতার গরফার বাসিন্দার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় ২৬ হাজার টাকা উধাও হয়ে যায়। তারপর থেকেই নড়েচড়ে বসে কলকাতা পুলিশ। তারা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে রীতিমতো সাধারণ মানুষকে এই বিষয়ে সতর্ক করছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত 'সিম সোয়াইপ'-এর মাধ্যমে প্রতারিত হয়েছেন দুই ব্যক্তি। জানা গিয়েছে, কয়েকজন তাঁদের ফোন করে তাঁদের মোবাইল নম্বরটি বন্ধ হয়ে যাবে বলে জানায়। একাধিক নথির তথ্য চায় অভিযুক্তরা। কেউ যদি সেই তথ্য না-দেন, তাহলে একঘণ্টার মধ্যে ফোন বন্ধ করে দেওয়া হবে বলেও হুমকি দেয় অভিযুক্তরা। ফোন চালু রাখার উপায় হিসাবে তারা জানায়, ফোনে একটি ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড যাবে, সেটা তাদের জানালেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আর এই ওটিপি জানার সঙ্গে সঙ্গেই টাকা গায়েব করে দেয় তারা।

- নতুন সিম কেনা বা পুরনো সিম আপগ্রেড করার জন্য ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড হাতাচ্ছে অভিযুক্তরা
- খোদ কলকাতায় এরকম দু'টি ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে

কসবার বাসিন্দার গায়েব হওয়া টাকার পরিমাণ আনুমানিক প্রায় ছ'লক্ষ টাকা। তিনি ইতিমধ্যেই কসবা থানায় অভিযোগও করেছেন।

গোয়েন্দা সূত্রের খবর, কখনও থ্রি-জি বা কখনও ফোর-জিতে 'আপগ্রেডেশনে'র কথা বলে এই প্রতারণা চলছে। তা ছাড়া খুব কম খরচে নেট বা বিনামূল্যে ফোনের প্রলোভনও মানুষকে দিচ্ছে এই প্রতারকরা। সেক্ষেত্রে তারা নিজেদেরকে সংস্থার কর্মী বলেই পরিচয় দিচ্ছে।

অন্য দিকে, ফোনের আইএমএসআই নম্বরটি জানার জন্যও তারা এই প্রতারণা ফাঁদ পাতছে। অভিযুক্তরা তাদের একটি বিশেষ নম্বর পাঠাতে বলে সেই নম্বর পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে সিমকার্ডটি বন্ধ হয়ে যায়। সেই সিমকার্ডের বিস্তারিত তথ্য অভিযুক্তদের কাছে পৌঁছে যায়। তারপর অভিযুক্তরা নজর রাখে ব্যাংক থেকে আসা প্রতিটি মেসেজের ওপর। সেখান থেকে তারা সহজেই প্রতারণা করে চলে। তাই, পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, কোনওভাবেই যেন কেউ কাউকে ওটিপি বা অন্য কোনও তথ্য না-দেন। অভিযুক্তদের খোঁজে পুলিশ তল্লাশি চালাচ্ছে।